



**Daffodil**  
*International*  
**University**

**Internship Report on**  
**Reporter of Daily ManabZamin**



**Submitted To**

**Mr. Aftab Hossain**

**Lecturer (Senior Scale)**

Department of Journalism and Mass Communication

Faculty of Humanities and Social Science

Daffodil International University

**Submitted By**

**MD. Abidul Haque Shohel**

ID: 152-24-493

Batch: 25<sup>th</sup>

Department of Journalism and Mass Communication

Faculty of Humanities and Social Science

Daffodil International University

Date of Submission: 02-05-2019

## Letter of Transmittal

02 May, 2019

Aftab Hossain

Lecturer (Senior Scale)

Department of Journalism and Mass Communication

Faculty of Humanities and Social Science

Daffodil International University

Subject: Submission of Internship Report.

Dear Sir,

This is a wonderful time of my educational life to submit my internship report. I have done three month in Daily Manabzamin. It was partial demand of BSS (Hon's) in Journalism and Mass Communication. I am very pleased to my academic supervisor, industrial supervisor and my university for this opportunity to finish my internship smoothly. I acquired lot of knowledge and experience. I believe that these will be help for my career. In the report cover all necessary data which I have gathered during my intern period.

I would like applaud to you for remarkable advice, guideline and any kind of suggestion to prepare the report in a proper way.

Thank you

Yours Sincerely,

.....

MD. Abidul Haque Shohel

ID: 152-24-493

Batch: 25<sup>th</sup>

Department of Journalism and Mass Communication

Faculty of Humanities and Social Science

Daffodil International University

## Certificate of Approval



I am pleased to certify that the Internship report on ‘Experiences at Daily Manabzamin as a reporter,’ prepared by MD. Abidul Haque Shohel, ID No.: 152-24-493 of the Department of Journalism and Mass Communication has been approved for presentation and defense. MD. Abidul Haque Shohel has worked with Daily Manabzamin as an intern under my supervision. He has completed the work during the Spring-2019 semester.

I am pleased to certify that the data, the findings presented in the report are the authentic work of MD. Abidul Haque Shohel.

As a human being, he bears a good moral character and a very pleasing personality. I wish him all success in life.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aftab Hossain", is written on a white background with horizontal lines.

.....  
Academic Supervisor

Mr. Aftab Hossain

Lecturer (Senior Scale)

Department of Journalism & Mass Communication

Faculty of Humanities and Social Science

Daffodil International University

## Acceptance of Internship Placement

**মানবজমিন**

বাংলা ভাষার প্রথম ট্যাবলয়েড দৈনিক

জেনিথ টাওয়ার (৪র্থ ও ৫ম তলা)

৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

ফোনঃ ৮১৮৯১৬০, ৮১৮৯১৬১, ৮১৮৯১৬২, ৮১৮৯১৬৩

ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৫৮১৫০৯৬২, ০২-৫৫০১৩৪০০

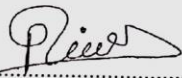
ই-মেইলঃ manabzamin@yahoo.com, news@emanabzamin.com

Website: www.mzamin.com

### TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that **MD. Abidul Haque Shohel**, (a Daffodil International University Undergrad Student of 'Journalism & Mass Communication', bearing ID No. 152-24-493) has successfully completed his **Internship** in the Daily Manabzamin. During his 10 weeks of Internship from 10 February, 2019 to 20 April, 2019, he was assigned in reporting section to learn overall news writing and editing process. The feedback received from chief reporter was very positive about his activities. He was on time and had shown keen interest to learn. His attitude towards work was lauded by all in the news room.

I wish MD. Abidul Haque Shohel all the best in his future endeavors.



Ashibur Rahman (*Internship Supervisor*)

In-charged Solo Ana

The Daily Manabzamin

## Acknowledgement

Firstly I'm thankful to Almighty Allah for providing me with enough leniencies to end this report. I am also thankful to the Department of Journalism and Mass Communication, Daffodil International University for the opportunity of internship program. I am thankful to all my teachers for enough supporting to me finishes the educational process in a right way.

I would like to express my sincere gratitude to honorable Supervisor, Mr. Aftab Hossain, Lecturer, Department of Journalism and Mass Communication, Daffodil International University. I am very thankful to my honorable Supervisor for his guidance and suggestion.

I would like to give thanks and honor to all of the authority The Daily Manabzamin. I am thankful to my industrial supervisor Ashibur Rahman for his great contribution and guidance. By him helping hand I really know now how to gather news information, report writing and other journalistic professional's norms.

I would like to give thanks to my parents and family members for their unconditional support and investment to me.

<b><u>SL No.</u></b>	<b><u>Content</u></b>	<b><u>Page No.</u></b>
<b><u>Chapter 1- Introduction</u></b>		<b>1-7</b>
1.1	Background of The Daily ManabZamin	2
1.2	What is Internship	5
1.3	Background of Internship	6
1.4	Introduction with the Supervisor	7
1.5	Duration of Internship	7
<b><u>Chapter 2 Activities During Internship</u></b>		<b>8-13</b>
2.1	List of Weekly Activities	9-18
2.2	Work place log	19
<b><u>Chapter 3- Learning and Experience</u></b>		<b>20-22</b>
3.1	Knowledge gathering & learning during my Internship	21
3.2	Tools and technologies used	22
<b><u>Chapter 4- Evaluation of learning</u></b>		<b>23-26</b>
4.1	Academic Learning and Practical Work	24
4.2	Expectation and Outcome	24
4.3	Skills developed during my internship	25
4.4	Experiences and Future Career	26
<b><u>Chapter 5- Conclusion</u></b>		<b>27-30</b>
5.1	SWOT Analysis	29
5.2	Recommendations	30
<b>Appendices A:</b>	<b>References</b>	31
<b>Appendices B:</b>	<b>Annex</b>	32-

# Chapter One

# Introduction

## 1.1 Background of The Daily ManabZamin

The Daily Manabzamin is a most popular newspaper of Bangladesh. It is the first and also largest circulated tabloid newspaper of our country. Mr. Matiur Rahman Chowdhury is the owner of this newspaper and he is also the chief editor of the newspaper. The newspaper has completed 22<sup>st</sup>years 15<sup>th</sup>february 2019. The Daily Manabzamin started the journey from 1997. This newspaper has held popularity since last 22<sup>st</sup>years, for the presentation of news. The Daily Manabzamin is published from media printers in Dhaka. The number of the circulation copy that is published daily is almost 100000. It has 24 pages. The price of the newspaper is BDT 8 tk. It has also online version which is equally popular. Online subscriber of the newspaper is almost 700000. The number of daily online reader is almost 300000.

### Content Overview: Regular pages published in the Daily Manabzamin

- National
- International
- Sports
- Entertainment
- Exclusive

### Version:

1. Print Version- Daily Manabzamin
2. Online Version- [www.mzamin.com](http://www.mzamin.com)

### Contact Information:

Phone: 8189160-63

Fax: 8128313, 55013400

Email: [news@emanabzamin.com](mailto:news@emanabzamin.com)



# Front Page (The Daily ManabZamin)

## কারও তাঁবেদারি করে না **মানবজমিন**

f/dailymanabzamin

রোববার ২১শে এপ্রিল ২০১৯, ২২তম বর্ষ, সংখ্যা ৬৫, ৮ই বৈশাখ ১৪২৬, ১৪ই শাবান ১৪৪০, মূল্য ৮ টাকা, www.mzamin.com

### দল গোছাতে ব্যস্ত বিএনপি

কৃষি কামাঃ একাদশ জাতীয় নির্বাচনের ফল প্রত্যাশায় করে রাজপথের অন্দোলনে



না নিয়ে দল গোছানোর কৌশল নিয়ে বিএনপি। বিভিন্ন পন্থা কুড়িয়ে পূর্বা ১৭ কলাম ১



### পবিত্র লাইলাতুল বরাত আজ

৮টাক রিপোর্টঃ পবিত্র লাইলাতুল বরাত আজ। সৌভাগ্যের বরশী। পবিত্র মুসলমানদের জন্য মহিমাশীল এই রাত। পূর্বা ২০ কলাম ৪

**ছুটির নোটিশ**  
পবিত্র লাইলাতুল বরাত উপলক্ষে আজ সৈনিক মনবজমিন-এর সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে। আত্মীয়জন মনবজমিন প্রকাশিত হবে না। তবে মনবজমিন অনলাইন সংস্কৃতি চালু থাকবে।  
-কর্মীদায়



### অন্যদেশ থেকে লোক এনে প্রচার চালাচ্ছে তৃণমূল

মমতাকে ফের আক্রমণ মৌদির

কলকাতা প্রতিনিধিঃ তৃতীয় দফা নির্বাচনের আগে ফের পশ্চিমবঙ্গে এসে তৃণমূল পূর্বা ১৭ কলাম ১

### কে এই রুহুল আমিন

- ট্যান্ড্রিচালক থেকে আওয়ামী লীগ সভাপতি
- রয়েছে নিজস্ব ক্যাডার বাহিনী
- নির্বাচনে এশাকাজাড়া সাবেক এমপি রহিম উল্লাহ

বিয়া মৌদী, ঢাকা ও নাহুল হল শামীম, মৌদী থেকে: মৌদী মুক্ত আশেখার এখন কলকাতা আমিন। প্রাইমারি স্তর উত্তরকে না পরা লোক এখন মৌদীমুদী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। তরবার



পরিবর্তনের পর তাকে নিয়ে চলছে সর্বত্র অশান্তি, সমাবেশ। শতকরা ভাগে অসংলগ্ন হওয়ার করে শীত শিশুর চিন্তাতে সোয়া হয়েছে। সোশালমীডির মাধ্যমে ছুরী পূর্বা ৮ কলাম ১

### মোকাব্বির খানকে শোকজ

৮টাক রিপোর্টঃ দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে সংসদে সাক্ষাৎ বিশেষে শোকজ গ্রহণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের পেলিভিডাম সনদ। মোকাব্বির খানকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হল। শতকরা শিশুর সংসদ কেন্দ্রীয় পূর্বা ২০ কলাম ৪

### ফেরদৌস-নূরের পর...

পরিচয় পাল, কলকাতা থেকে: বড় দিগন্ত আর মনে। খানিকটা ভয়ও। ফলেতে বরসোয়া শিল্পী ইন্ডিয় খানি শেষ তাই প্রকৃত স্তেশ ফিরে যাতনে। প্রতিবারই কোর্টের সমস্ত ইন্ডিয় বেশ কয়েক মাসের জন্য এগার তুলে আসেন। কলকাতা নির্বাচনী ক্ষেত্রে বিভিন্ন মণ্ডের হয়ে অনুষ্ঠান



কবার বসনা নিয়ে বেশ ভাগ্যে অর্থ উপার্জন করে নিয়ে খান বেশে। পাক বিদেশের নির্বাচনের সমস্তও তিনি এসেছিলেন করতে। এখানে সেই অঙ্গাণুই স্বপ্নের মাল আসে এসে উত্তর চব্বিশ পরশনার পরামর্শের কাছে পাড়ি জায় নিয়ে রয়েছেন ইন্ডিয়। নির্বাচনী পূর্বা ৮ কলাম ৪

### ‘বাংলাদেশ দৈবক্রমে সৃষ্টি হয়নি’

৮টাক রিপোর্টঃ প্রধানমন্ত্রীর বেহেতর শিষ্ট ও বিশিষ্ট উপদেষ্টা সামান্য এক রহমান বলেছেন, পাকিস্তানি অনুপ্রাণিত বাংলাদেশের পূর্বা ৮ কলাম ৪



### DBBL পায়মোজাল লোভ যখন-তখন

বিভিন্ন ধরনের ঋণসহ ১৬২১৬

- সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা
- যেকোনো প্রয়োজনে
- সহনশীল মাসিক বিত্তি
- দ্রুত ও সহজ প্রক্রিয়া

### ভাই নেই, তাই থেমে গেছে নেহার পড়াশোনা

**বনানী ট্রাজেডি**  
মহিয়ম চন্দাঃ রাজশাহীর বনানীর এফ আর টাওয়ারের অগ্নিকণ্ডে কুমিত-মাকসুদের সম্পর্কিত নির্দিষ্ট মুক্তা হয়। আত্ম থেকে বাঁচতে সন্দেহ থেকে বাঁচিয়ে পড়ে নিহত হল মাকসুদের রহমান (৩২) আর পূর্বা ৮ কলাম ৩




### SINGER বৈশাখী মেলা

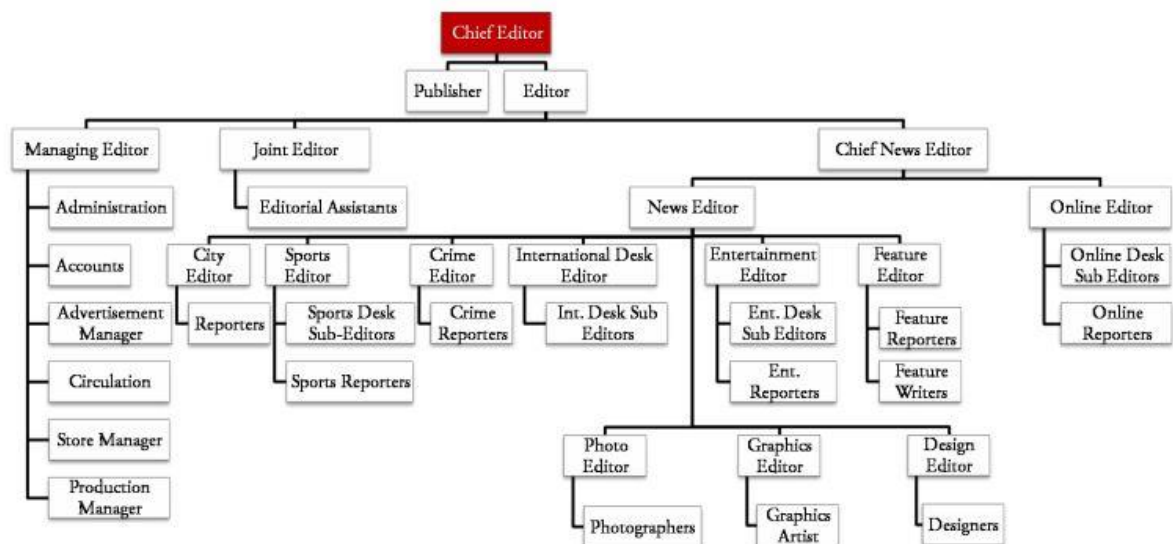
কেফি-জারেটেতে **৳ ১০,০০০** পর্যন্ত কাসন ডিসকন্ট

সর্বশেষ ডার্টনপেন্টে **৳ ৪,০০০**

10 Years Compressor Warranty

১২ মাস পর্যন্ত ০% ইন্টারেস্ট

## Organogram of The Daily Manabzamin



## 1.2 What is Internship?

An internship is an opportunity offered by an employer to potential employees, called interns, to work at a firm for a fixed period of time. Interns are usually undergraduates or students, and most internships last between a month and three months. Internships are usually part-time if offered during a university semester and full-time if offered during the vacation periods.

An internship should give you practical skills, workplace experience and greater knowledge of that industry, in exchange for the employer benefiting from your labor.

An internship can be either paid or voluntary. The trend is increasingly (and rightly) towards the former, as voluntary internships are often cited as exploitative. As you would expect, internships that pay well are usually the most competitive. - *[www.wikijob.co.uk](http://www.wikijob.co.uk)*

---

## 1.3 Background of Internship

I think internship has become the bridge of practical from academic life. As the part of academic requirement, to complete my undergraduate program, I have completed three month internship at The Daily Manabzamin. I am interested in writing. I wanted to make it a part of my career. In spring 2019 I had a chance to start my internship at a newspaper office.

We know that newspaper is an important part our society. I know that newspaper is one of the strongest medium in amongst all mediums. Newspaper has always played an important role form the time of our liberation war till now. Also know newspaper distributes more detail and follow up information than other TV Channel, Radio or Magazines. It helps to increase our knowledge and our vision. So that's why I assertive to join as an intern in a newspaper. It is a step towards the fulfillment my dream to start my career as a newspaper journalist.

On 10<sup>th</sup> February, 2019, I started working as an intern reporter and finished my internship on 20<sup>th</sup> April, 2019. During my internship I got observing news writing, news editing etc. It was great chance and opportunity for me to learn. My working place environment at The Daily Manabzamin is very glowing and welcoming for the interns. So I got the chance to work in reporting section under the supervision of Mr. Piash Sarkar reporter and in-charge of Solo Ana of The Daily Manabzamin. It was great opportunity for me to work under him as an intern reporter.

## 1.4 Introduction with the Supervisor

During my internship at the Daily Manabzamin my industrial supervisor was Mr. Ashibur Rahman. He is a reporter and in-charge of the page Solo Ana of the Daily Manabzamin. He always helped me during my internship period. He is very ingenious and subsidiary person. He teaches me practically how to gather different types of information at the field and others sources. He gave me assignments. He always tried to help me for learning new things. Mr. Ashibur Rahman is a friendly person. He is very much helpful for new pilgrim in this sector.



## 1.5 Duration of Internship

I worked as an intern journalist at the Daily Manabzamin for 10 weeks. My internship period started from 10<sup>th</sup> February 2019 and ended on 20<sup>th</sup> April 2018.

# **Chapter Two**

# **Activities During**

# **Internship**

## 2.1 List of Weekly Activities

### First Week (10<sup>th</sup>February to 16<sup>th</sup>February)

- Got introduced to my official supervisor of The Daily Manabzamin.
- Got instructions from my industrial supervisor.
- Got introduced to the official environment and colleagues.



## Second Week (17<sup>th</sup> February to 23<sup>th</sup> February)

- Developed news writing idea for national daily.
- Read and followed published reports.
- Analyzed and wrote practice reports as intern.



ঢাকা, ২২ এপ্রিল ২০১৯, সোমবার

প্রচ্ছদ
অনলাইন
আজকের পত্রিকা
খোনা
বিশ্বজমিন
বিদ্যোদন
ভারত
এক্সক্লুসিভ
দেশ বিদেশের খবর

# চট্টগ্রামে আগুন: একই পরিবারের ৪ জন সহ নিহত কমপক্ষে ৯

অনলাইন

মানবজমিন ডেস্ক | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রোববার, ১০:১১ | সর্বশেষ আপডেট: ৫:০৪



চট্টগ্রামের চাকতাই এলাকায় একটি বস্তিতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে একই পরিবারের ৪ সদস্য সহ কমপক্ষে ৯ জন নিহত হয়েছেন। রাত সাড়ে তিনটার দিকে বেড়া মার্কেট বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় বলে জানিয়েছেন আত্মবাদ ফায়ার সার্ভিস

অ্যান্ড সিজিভি ডিফেন্সের ডিউটি অফিসার। তিনি বলেছেন, আগুনে পুড়ে মারা গেছেন কমপক্ষে ৮ জন। আহত হয়েছেন বেশ কিছু মানুষ। নিহতদের চারজনের পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন রহিমা (৬০), তার মেয়ে নার্গিস (১৮), নাজু (১৬) ও তার ছেলে বাবু (৮)। অন্যদের তাৎক্ষণিকভাবে সনাক্ত করা যায় নি। ফায়ার সার্ভিসের উপ সহকারী পরিচালক পূর্ণচন্দ্র মুৎসুদ্দি বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডের সময় নিহতরা ছিলেন গভীর ঘুমে।



### Third Week (24<sup>th</sup>February to 2<sup>nd</sup> March)

- Got assignment from my industrial supervisor.
- Prepared interview question for take interview.
- Take interview for assignment purpose.
- Made remarks where was my fault in my news.
- Again rewrote my report.
- Published my first report in printed version and online version.

আবিদুল হক সোহেল: মা-বাবাকে সঙ্গে করে জহিরুল ইসলাম খোকনের বাড়িতে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকলে ৫শ' টাকা ছাড়। আর এই ছাড় আজীবন বলবৎ থাকবে বলেও জানান তিনি। সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের ভালোবাসা পৃথিবীর সব ভালোবাসাকে হার মানায়। সময়ের পরিক্রমায় সন্তান বড় হয়ে যায়। পর করে দেয় বাবা-মাকে। বৃদ্ধ বয়সে শেষ আশ্রয় হয় বৃদ্ধাশ্রম। যখন সমাজে এই অবস্থা দেখতে হচ্ছে তখনই এক অভাবনীয় উদ্যোগের আত্ম-প্রকাশ করেছেন খোকন। খোকন বর্তমানে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট পশ্চিম মাটিকটার স্থানীয় বাসিন্দা। তিনি বাবা-মা, স্ত্রী এবং এক সন্তানসহ একসঙ্গে বসবাস করেন। পেশায় তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের টিভিএস কোম্পানির মোটরবাইকের ডিলার এবং একই সঙ্গে রড-সিমেন্টের ব্যবসা করেন। খোকনের বাবা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক এবং মা ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন। খোকনকে বাবা-মা ছেড়ে আলাদা থাকতে হয়েছিল। সেই সুবাদে তিনি অনুভব করেন বাবা-মা ছেড়ে থাকটা কতোটা কষ্টের। তিনি বলেন, বাবা-মা ছাড়া পৃথিবী আমার কাছে একদম নিঃস্ব। কোনো কিছু ভালো লাগতো না। পরবর্তীতে

## স্ট্র ট্রান্সল্যাচড উদ্যোগ

অত্র বিল্ডিং-এ অবস্থানরত সকল ভাড়াটিয়াদের দুই আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, যে সকল ভাড়াটিয়া ভাড়া বাবা-মাকে নিয়ে অত্র বিল্ডিং-এ অবস্থান করবেন তাদের বাড়ি ভাড়া মাসিক ৫০০/- টাকা করে কম নেওয়া হবে। এই নির্দেশনা আজীবনের জন্য বলবৎ থাকবে।

ম্যানেজিং  
জহিরুল ইসলাম খোকন  
৪৪/৫ পশ্চিম মাটিকটা, ঢাকা ক্যান্টন, ঢাকা

তিনি যখন ঢাকায় স্থায়ী হয়ে গেলেন তখন তিনি তার বাবা-মাকে কাছে নিয়ে এলেন। এই অনুভব থেকেই তিনি মনে করেন, যেই বাবা-মা জন্ম থেকে লালন-পালন করে সন্তানদের বড় করেছে সেই বাবা-মাদের যেন সন্তানরা বৃদ্ধ বয়সে আর দূরে সরিয়ে না দেয়। তিনি মনে করেন অনেক মানুষই হয়তো আমার মতোই বাবা-মাকে ভালোবাসে, কেউ হয়তো প্রকাশ করতে পারে। আবার কেউ হয়তো পারে না। পরিবারে নানা সমস্যাই থাকতে পারে সব কিছু একই সঙ্গে সামাল দিয়ে পরিবারে বসবাস করতে হয়। কিন্তু তাই বলে বাবা-মার শেষ ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম হতে পারে না কখনই। তিনি তার বাড়ির ফলাকে এই নোটিশের মাধ্যমে বৃদ্ধাশ্রমের বিপক্ষে গিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তার ইচ্ছা যেসব বাবা-মার থাকার কোনো জায়গা নেই। ভবিষ্যতে তাদের জন্য থাকা, খাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। তিনি তরুণ সমাজের কাছে আবদার করেন আর কোনো বাবা-মার যেন সন্তানের ঘর ছাড়া বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিতে না হয়। গড়ে উঠুক একক পরিবার থেকে যৌথ পরিবার। ফিরে আসুক একাত্মবর্তী পরিবারের সেই ঐতিহ্য।

©Daffodil International University

## Fourth Week (3<sup>rd</sup> March to 9<sup>th</sup> March)

- Find news story topic.
- Take advised from my supervisor.
- Read more news story.
- Prepared interview question for take interview.
- Published my report in printed version and online version.

# নাগরিক টিভির প্রথম বর্ষপূর্তি আজ

**স্টাফ রিপোর্টার**

নাগরিক টিভি সম্প্রচারের প্রথম বছর পূর্ণ করেছে আজ। গত বছরের এ দিনে পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে চ্যানেলটির পথচলা শুরু হয়। এ উপলক্ষে চ্যানেলের পর্দাজুড়ে থাকছে বিশেষ আয়োজন। গতকাল রাত ১১টা ১৫ মিনিটে 'গানের মেলা' অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় ব্যান্ডদল দলছুটের সরাসরি গান পরিবেশনার মধ্য দিয়ে নাগরিক টিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন শুরু হয়। আর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে ছিল বর্ষপূর্তির কেক কাটার পর্ব। আজকের আয়োজনে সকাল ১০টায় থাকবে শাকিব খান অভিনীত ব্যবসা সফল বাংলা সিনেমা 'আমার স্বপ্ন তুমি'। দুপুর ১টায় বিশেষ 'চিত্রালী'। এদিন দুপুর ২টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত থাকছে 'সম্প্রচারে নাগরিকের গানের মেলা'। এতে পর্যায়ক্রমে গান পরিবেশন করবেন- আখি আলমগীর, কন্যা, রবি চৌধুরী, রাজিব, মুহিন, রাজা, শফি মণ্ডল, মজিব, প্রতীক হাসান, কর্ণিয়া, পাগলা

বাবুলসহ জনপ্রিয় শিল্পীরা। সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে প্রচার হবে 'পার্টীগণিত'। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে থাকছে হাজার টাকার বাজি 'সোলেমান হাজারী'। সন্ধ্যা ৭টায় বিশেষ 'বলা না বলা'। উপস্থাপনায় আব্দুন নূর তুষার। রাত ৮টায় শফিকুর রহমান শান্তনুর রচনায় এবং নাজমুল রনির পরিচালনায় বিশেষ নাটক 'ভালোবাসা দাও'। অভিনয়ে অপূর্ব, মৌসুমী হামিদ, পীরজাদা হারুন ও অবাক। রাত ৯টায় থাকছে সাইফুর রহমান কাজলের রচনায় মো. মেহেদী হাসান জনির পরিচালনায় নাটক 'ভাই শুধু নয়ক হইতে চায়'। অভিনয়ে আফরান নিশো, তানজিন তিশা, আব্দুল্লাহ রানা, মিলি বাসার, কয়েস চৌধুরী প্রমুখ। রাত ১০টায় রয়েছে 'তারায় তারায় এক বছর'। অতিথি হয়েছেন ভাবনা, ফারুক আহমেদ, অনিমেস আইচ। রাত ১০টা ৩০ মিনিটেও থাকছে থাকছে 'তারায় তারায় এক বছর'। এতে অতিথি হয়েছেন মোশাররফ করিম, জেনি, কচি খন্দকার। আর রাত ১১টা ১৫ মিনিট থেকে থাকছে ইমরান এবং পূজার অংশগ্রহণে সরাসরি অনুষ্ঠান 'গানের মেলা'।



নাগরিক

## Fifth Week (10<sup>th</sup> March to 16<sup>th</sup> March)

- Learned creative writing.
- Editing news.
- Identified lack of my questioner skill
- Gathered news information.
- Prepared interview question for take interview.
- Published my report in printed version and online version.

# প্রথমবার

স্টাফ রিপোর্টার

প্রথমবারের মতো একসঙ্গে পর্দা ভাগ করলেন চলতি সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা জোভান আহমেদ ও লাক্স তারকা সামিয়া অথে। তাদের দুজনকে দেখা যাবে 'লিটল রোম ক্যাফে' শিরোনামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবিতে। এটি নির্মাণ করেছেন ভিকি জাহেদ। সিএস অভির প্রযোজনায় স্বল্পদৈর্ঘ্যটি আগামীকাল 'আনন্ডি ফর' এর ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে। স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবির গল্পে দেখা যাবে, অথের বাসার সামনে জোভান ও তার বন্ধুরা বাসা ভাড়া নেয়। প্রথম দেখাতে জোভানকে অথের ভালো লেগে যায়। জোভানও ধীরে ধীরে তাকে পছন্দ করতে শুরু করেন। কিন্তু জোভান সব সময়ই প্রেমটা নিয়ে দ্বিধায় থাকেন। কোনো এক অজানা শক্তি

জোভানকে তার ভালোবাসা প্রকাশে বাধা দেয়। এমনই এক গল্পে এটি নির্মিত হয়েছে। এতে আরো অভিনয় করেছেন- আদিল খান, হোসাইন আহমেদ মাসুম, শুভ ও সালাম খান



তরণ। নির্মাতা ভিকি জাহেদ বলেন, 'লিটল রোম ক্যাফে' একদিকে যেমন সম্ভাবনার গল্প, অন্যদিকে আক্ষেপের গল্প। পৃথিবীর কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনা আছে, যা হয়তো অন্যভাবেও ঘটতে পারতো। শুধু প্রয়োজন ছিল সামান্য সদিচ্ছার অথবা উপলব্ধির। এমনি এক কালো অধ্যায় নিয়ে এই স্বল্পদৈর্ঘ্যটির গল্প সাজানো হয়েছে।

## Sixth Week (17<sup>th</sup> March to 23<sup>rd</sup> March)

- Learned how to make news page layout.
- Practice news writing.
- Analyzed difference between normal news and feature news.

আবিদুল হক সোহেল: ছয় বছর বয়সে ক্যানসারে মারা যান মা। পরে বাবা করেন দ্বিতীয় বিয়ে। ছয় ভাইবোনের মধ্যে হাজেরা বেগম চতুর্থ। বাবা বিয়ে করার পরও ভাইবোন সবাই নিজ গ্রাম কুমিল্লাতেই থাকতেন। সংসারে আর্থিক অনটন না থাকলেও সৎ-মা থাকার কারণে বেশি দূর পড়ালেখা করা সম্ভব হয়নি হাজেরা বেগমের। যখন তার ১৬ বছর বয়সে যোগ দিতে হয় গার্মেন্টসে। শুরু হয় তার কষ্টের জীবন। ২০ বছর বয়সে বিয়ে হয় নেত্রকোনার জেলার মদন খানার কান্দিপাড়ায়। স্বামীর নাম শাবুল, ছিল পায়ে সমস্যা। করতেন না নির্দিষ্ট কোনো কাজ। বিয়ের দেড় বছরের মাথায় তাদের একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। নাম তার ইয়াসিন খান রিসাত। তাদের সংসার জীবন ভালোই যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ চলে যায় সব সুখ। সন্তানের বয়স যখন মাত্র দেড় বছর, হারিয়ে ফেলেন বাবাকে। শোকের ছায়া কাটার, আগেই হাজেরা বেগমের শুরু হয় নতুন সংগ্রাম। ধরেন সংসারের হাল। তার স্বামী মারা যাওয়ার ৯ মাসের মাথায় সন্তান রিসাত নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। এইখানে তিনি মাথা গোজার ঠাই করেন বোনের বাসায়। ফের শুরু হয় গার্মেন্ট কমীর জীবন। কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার ভাগ্য এতটাই খারাপ যে ছোটবেলায় নিজের মাকে হারিয়েছি, বিয়ের দুই বছর ৮ মাস পার হতে না হতেই হারাই স্বামীকে। প্রায় ৮ বছর গার্মেন্টকমী হিসেবে কাজ করার পর তিনি বোন ও দুলাভাইয়ের সহযোগিতায় একটি বেসরকারি স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে যোগদান করেন। এরই মধ্যে তিনি আলাদা বাসা নিয়ে থাকতে শুরু করেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাইগারটেক, হাজীমার্কেট এলাকায়। স্কুলে চাকরি করে বাসায় এসে আবার সেলাই মেশিনে কাজ করেন। তার বর্তমান আয় দিয়ে কোনোভাবে সংসারকে চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কখনও সাহায্যের জন্য হাত পাতেননি। তিনি শুধু ছেলে এবং নিজের খরচই বহন করেন না। তার অর্জিত অর্থ খুশরবাড়িতেও যতটুকু দেয়া সম্ভব তিনি টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, সবকিছু ভুলে থাকার জন্যই এখন নিজেকে সারাদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখি। যাতে করে নিজের দুঃখ কষ্টগুলো ভুলে থাকতে পারি। খুশরবাড়ি থেকেও অনেকবার চেষ্টা করেছি শিবে পিঠে পছন্দ জীবন শুরু করার জন্য। কিন্তু আমি আমার সন্তানের কথা ভেবে এখন পর্যন্ত একাই রয়েছে। বাকি জীবনটাও একাই পার করে দিতে চাই। হাজেরা বেগম জীবন সংগ্রামে লড়াই করতে গিয়ে এখন প্রায় ক্লান্ত। এখন তার শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো না। তবুও তিনি তার কর্মকে ছেড়ে দেননি। তিনি জানান না তার এই সংগ্রামী জীবন কবে শেষ হবে। বা ভবিষ্যতে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে তাও নিতে জানান না। ১২ বছর ধরে স্বামী হারা এই হাজেরার এখন সব স্বপ্ন শুধু ছেলেকেই নিয়েই। তিনি চান তার ছেলে যেন মানুষের মতো মানুষ হয়। সে যেন বড় হয়ে ভালো কিছু করতে পারে। ছেলেকে ঘিরেই তার বেঁচে থাকার একমাত্র অনুপ্রেরণা।



**নড়াই**

## Seventh Week (24<sup>th</sup> March to 30<sup>th</sup> March)

- Checked or followed senior reporter how to wrote news story.
- Read more news story.
- Practice news writing.
- Monitored other newspapers news story.



**কনের বাড়িতে জাহিদ হাসান**  
স্টাফ রিপোর্টার

**জ**াহিদ হাসান একজন  
ভদ্রলোক। মা অনেক কষ্ট  
করেও বিয়ে দিতে পারছেন  
না। বিয়ের কথা শুনলেই তার লজ্জা  
লাগে ও ভীত হয়ে ওঠেন। মা খুব  
করে ধরেছেন, মেয়ে দেখতে যেতেই  
হবে। মেয়ে পক্ষকে কথা দিয়ে  
ফেলেছেন। জাহিদ হাসানকে এক  
প্রকার জোর করেই কনের বাড়িতে  
নেয়। তারপর গল্প অন্যদিকে মোড়  
নেয়। হানিফ পালোয়ানের রচনা ও  
পরিচালনায় ঈদের বিশেষ নাটক 'আমি  
একজন ভদ্রলোক' নাটকে এভাবেই  
দেখা যাবে। জাহিদ হাসানের সঙ্গে  
এটিতে জুটি বেঁধেছেন নাবিলা  
ইসলাম।

## Eighth Week (31<sup>th</sup> March to 6<sup>th</sup> April)

- Search news story topic.
- Prepare interview question for take interview.
- Take interview for assignment purpose.
- Discussed with senior reporter for my published reports.



## Ninth Week (7<sup>th</sup> April to 13<sup>th</sup> April)

- Learned creative news writing.
- Analyzed other news.
- Checked different between my report and senior reporters report.



**আবিদুল হক সোহেল**

তীব্র গরম। নেই পানি। টানা ১২ দিন ধরে আসছে না এক ফোঁটা পানিও। করতে পারছেন না গোসল। শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাচ্ছে শরীরে। পানির অভাবে থমকে আছে সব কাজকর্ম। ভাবতে কষ্ট হলেও পানির জন্য এমন হাহাকার করে যাচ্ছেন রাজধানীর রামপুরার, ওমর আলী লেনের বাসিন্দারা। এই এলাকার বাসিন্দাদের পানির কষ্ট দীর্ঘ তিন বছরের হলেও মাসখানেক ধরে তা তীব্র আকার ধারণ করেছে।

ঘুম থেকে উঠেই নিয়মিত পানির জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয় এলাকাবাসীর। এই লাইন শুধুমাত্র খাবার পানি সংগ্রহের জন্য। গত ১২ দিন ধরে প্রায় ৪০টি বাড়িতে মিলছে না এক ফোঁটা পানি। এমনকি নেই পর্যাপ্ত খাবারের পানিও। পানির জন্য যেন থমকে আছে জীবন। অনেকেই জীবন-যাপন করছেন নীল জারের পানি কিনে। তবে এর জন্য গুণতে হচ্ছে প্রতি জার ৪০ টাকা। যা কি না নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য বিষয়। এলাকাবাসী জানান, গত মাসে সুয়ারেজের লাইন ঠিক করা হয়। এর ফলে পানির লাইনের সংস্কার হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, নতুন করে পানির লাইন সংস্কার করার ফলে পানির স্তর নেমে গেছে এক থেকে দেড় ফিট। ফলে লাইনের লেভেল ঠিক না হওয়ায় সুয়ারেজের লাইনের পূর্ব দিকে মিলছে পানি।

আর পানি সংকট দেখা দিয়েছে পশ্চিম দিকে। পশ্চিম দিকের বাসিন্দারা পানি সংগ্রহ করছেন পূর্ব পাশের বাড়িগুলো থেকে। স্থানীয় একজন জানান, বাড়ির মালিকেরা যদি পানি সরবরাহ না করতেন তাহলে এতদিনে পানির অভাবে অনেকেই মারাই যেতেন। শুধু তাই নয়, একবার পানি সংগ্রহ করতে লেগে যায় প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময়। আর দিনে দুবার পানি সংগ্রহ করলে চলে যায় দিনের সিংহভাগ সময়। ফলে দৈনন্দিন কাজকর্মেও ব্যাঘাত ঘটছে তাদের। আর এই সংগ্রহীত পানি দিয়ে কোনো রকম চলছে তাদের জীবন। পূর্ব পাশের বাড়ির ট্যাংকি যখন পানিতে ঠেঁথে। তখন পানির জন্য হাহাকার পশ্চিম পাশের বাড়ির ট্যাংকিগুলোতে। স্থানীয় বাসিন্দা মোবাসের আলম রাহাত জানান এখন পর্যন্ত এই সমস্যাটি সমাধানে কেউ এগিয়ে আসেন নি। তিনি যথামত কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন করে বলেন, দ্রুত পানির এই সমস্যা দূর করা হোক।

**১২ দিনে মেলেনি এক ফোঁটা পানিও**

## Tenth Week (14<sup>th</sup> April to 20<sup>th</sup> April)

- Practice online news editing and published.
- Practice image editing and uploaded in online section
- Published my report in printed version and online version.
- Again re-wrote practicing in my report.



# অন্য এক জয়া

স্টাফ রিপোর্টার

২২ শে এপ্রিল শুরু  
হচ্ছে 'বঙ্গমাতা  
অনুর্ধ্ব-১৯

আন্তর্জাতিক নারী গোল্ডকাপ  
ফুটবল টুর্নামেন্ট'।  
প্রথমবারের মতো বড়  
পরিসরে এই আয়োজন  
হচ্ছে। আর এতে গুডেচ্ছাদূত  
হিসেবে যুক্ত রয়েছেন দুই  
বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী  
জয়া আহসান। তারই অংশ  
হিসেবে সম্প্রতি দেখা গেল  
অন্যরকম এক জয়াকে।  
টুর্নামেন্ট নিয়ে তৈরি থিম

সংয়ে মডেল হয়েছেন তিনি।  
যেখানে এ অভিনেত্রীর মাধ্যমে  
তুলে ধরা হয়েছে বাংলার  
নারীদের এগিয়ে চলার বার্তা।  
'বিজয় মশাল' নামের এ  
গানটি লিখেছেন ফয়সাল রদ্দি  
ও রাফিক হাসান রাছল। সুব-  
সংগীত করেছেন অদিত।  
এতে কণ্ঠ দিয়েছেন মমতাজ,  
কনা, এলিটা, পডশী, দোলা  
ও কুমকুম। ভিডিওটি নির্মাণ  
করেছেন আশফাকুজ্জামান  
বিপুল। জয়া আহসান বলেন,  
একজন শিল্পী হিসেবে আমার  
বিভিন্ন সামাজিক দায়বদ্ধতা  
থাকে। অনুর্ধ্ব-১৯-এ যেসব

খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছেন,  
তারা প্রত্যেকেই দেশের  
প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিজেদের  
চেপ্টা, আন্তরিকতা, সততা ও  
মেধার জোরে উঠে এসেছেন  
মেয়েদের নিয়ে এই আয়োজন  
নারীর ক্ষমতায়নেরও একটি  
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমি যেমন  
এতে অংশ নেয়া  
খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেবো,  
তেমনি তাদের গল্প আমাকেও  
অনুপ্রেরণা জোগাবে। বঙ্গমাতা  
অনুর্ধ্ব-১৯ আন্তর্জাতিক নারী  
গোল্ডকাপ ২০১৯-এর বিভিন্ন  
কার্যক্রমেও জয়া আহসানকে  
দেখা যাবে।



## Work place log



Department of Journalism and Mass Communication  
Intern Attendance Form

Name of the Intern: MD. Abidul Haque Shohel  
Name of the Supervisor: Ashibur Rahman

Place of Internship: Daily Manabzamin  
Subject: Reporter

SN	Date	Check in (Time)	Check out (Time)	Work Status
1	10th February - 16th February	10:00 am	4:00 pm	
2	17th February - 23th February	10:00 am	4:00 pm	
3	24th February - 2nd March	12:00 pm	6:00 pm	
4	3rd March - 9th March	10:00 am	4:00 pm	
5	10th March - 16th March	10:00 am	4:00 pm	
6	17th March - 23th March	12:00 pm	6:00 pm	
7	24th March - 30th March	12:00 pm	6:00 pm	
8	31th March - 6th April	10:00 am	4:00 pm	
9	7th April - 13th April	12:00 pm	6:00 pm	
10	14th April - 20th April	10:00 am	4:00 pm	

# Chapter Three

## Learning and Experience

## 3.1 Knowledge Gathering and Learning during My Internship

During my internship at The Daily Manabzamin, I worked as a reporter. During my internship I have gathered experience on the professionalism, experience, timeliness, improved Bangla writing skills, typing and met a lot of new people in working place. Knowledge that I had gathered during my internship are listed below.

### **In-depth knowledge about news:**

As a fresher in Journalism profession, I have no experience about news gathering, making gathering or editing. So I discussed with other reporters news gathering and writing and learned from them a lots of things about news writing. My industrial supervisor always helped to me for learn about news gathering, writing and editing. I always try to follow him. He advised to me read more different types of news from different newspaper for gaining and developing my news writing skill.

### **Practical Experience:**

During my internship program I have learned about the responsibilities of a reporter of the newspaper and the fundamental aspects of news writing. When I have worked as a reporter I check bangali spelling mistakes and after that I have to submit my edited copy to my industrial supervisor to ensure its accuracy.

## 3.2 Tools and Technologies used

During my internship program at the Daily Manabzamin, I used several tools and technologies for covering news and desk works. I used my mobile Xiaomi MI 3 for voice recording and Google map. I used my DSLR for capturing pictures of the person I interviewed. I always carried pen and a pad for keep important notes. If I forgot anything, those notes would help me. I learned uses of computer and at the same time I used *Bijoy Bayanno* software for Bangali typing of my report writing.

# Chapter Four

# Evaluation of

# learning

## 4.1 Academic Learning and Practical Work

Academic learning and practical work are different things. If anyone gets academics knowledge and practical work experience, he/she will be success in his or her life. But sometimes Academic learning and practical work experience are related to each other. Time is very important in practical work. If anyone does not maintain time then he/she will be stepped away from providing information to mass people.

We have learnt journalism profession is challenging profession. During the academic learning we learn lots of things and educational instructions from our teachers. Sometimes we do some field-work as class assignment purpose. So some we do not get working equipment for assignment purpose. Because equipment is not enough in department and its price is high so that sometimes we do not use all equipment.

Office gives us enough working equipment for completing our assignment in practical work so that we do not face any equipment trouble or problem as like we are face many trouble in our academics period. There are some similarities in academic learning and practical work.

We learn many rules, methods for news gathering and reports writing. And also learn how to use 5W and 1H in news writing, how to develop inverted pyramid structure in news writing system. All of these terms are similarities in academic learning and practical work.

## 4.2 Expectation and Outcome

As an intern reporter I worked at one of the most popular news paper in Bangladesh known as Daily Manabzamin. Before internship I do not expect that my office environment is too much friendly and I always got the support for learning from my supervisor. He always instructed to me. And he checks all of my news before news publishing. And identify front of me. So I understand my fault in my news. As an intern reporter I was interested to work as reporter in Bangla dailies so I feel my expectation was fulfill.

### 4.3 Skills Developed During My Internship

During my internship at The Daily Manabzamin as intern reporter I earned many skills. Here is the listed below those skills I had developed during my internship.

1. News editing (Bangla and English)
2. Learn Bijoy typing
3. Preparation before interview
4. Interviewing skills
5. Time management
6. Developed language skills
7. Developing social relationship
8. Maintain office rules
9. Learn about news treatment and values
10. Developed professionalism and confidence
11. Learn online news publishing system
12. Image editing for online version
13. Practical filed work
14. Questionnaire making

## 4.4 Experiences and Future Career

Finding a job is not easy at present. World has become very competitive. Just academic degree and certificate is not enough for job sector at present. Student must have working experience and extra curriculum activities. So applicant must have additional qualities and academic knowledge. After four year educational learning we get internship opportunities. We got more opportunity to develop our skills and learn more technologies which is the basement of our future career during internship. During internship we get real flavor of job sector. I learn lots of thing about news editing, news writing etc. During my internship I introduced many various professionals' persons. I think this connection help me in my future career either getting job or collecting information for working as a journalist. Already publishes my report in The Daily Manabzamin. So I think this report help me to build a strong resume. I know that it is impossible to get a good job without strong resume. All companies or industries likely interested to hire person who has previous working experience or knowledge.



# Chapter Five

# Conclusion

The Daily Manabzamin is my first working place where I worked like as a professional. I am very happy for I worked here and it is one of the most popular newspapers in Bangladesh. I have no idea about my office or The Daily Manabzamin or office environment. I experienced how treat with senior persons in working place.

My supervisor and my colleagues at The Daily Manabzamin were very supportive for me at each and every time. They are very good peoples, friendly and well behaved people. They were always ready for help me.

I want thank all my university teachers who were a great guide to me and always supported me in each and every problem. It had not been possible to learn a single word or gain any knowledge of journalism without them. I feel proud, as I got the opportunity to completing my graduation from Daffodil International University.

## 5.1 SWOT Analysis

### Strengths:

1. Daily Publishes newspapers
2. Strong Online version
3. Strong Editorial policy
4. Always update latest news in online version

### Weaknesses:

1. Lack of manpower
2. Lack of page make up Design

### Opportunities:

1. Uses latest technology
2. Involve more people connect in social media

### Threats:

1. Create competition of other newspapers
2. Create competition in online version
3. Political effect
4. Reduce hard copy sells for e-paper or online version

## 5.2 Recommendations

It is natural, every company or organization has limitation or lacking. As an intern reporter, I worked in The Daily Manabzamin for three months. I gathered more knowledge and at the same time I found some limitation or lacking of The Daily Manabzamin. There I am giving some recommendations from my point of view. The recommendations are given bellow here:

1. Increase activity on social media platform
2. Appoint skill full people for reduce lake of manpower
3. Attractive re design page make up for increase reader
4. Make more easier to read online version
5. Reduce image and video size for online version
6. Management should take care of employee's pleasure

## References

1. <https://www.mzamin.com/asset/images/logos.png>
2. [https://en.wikipedia.org/wiki/Manab\\_Zamin](https://en.wikipedia.org/wiki/Manab_Zamin)
3. <https://www.wikijob.co.uk/content/internships/advice/what-internship>

# Annex

## ফেসবুকে ভাইরাল খোকনের সেই আলোচিত উদ্যোগ

Print version

আবদুল হক সোহেল: মা-বাবাকে সঙ্গে করে জহিরুল ইসলাম খোকনের বাড়িতে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকলে 'শে' টাকা ছাড়। আর এই ছাড় আজীবন বলবৎ থাকবে বলেও জানান তিনি। সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের ভালোবাসা পৃথিবীর সব ভালোবাসাকে হার মানায়। সময়ের পরিক্রমায় সন্তান বড় হয়ে যায়। পর করে দেয় বাবা-মাকে। বৃদ্ধ বয়সে শেষ আশ্রয় হয় বৃদ্ধাশ্রম। যখন সমাজে এই অবস্থা দেখতে হচ্ছে তখনই এক অভাবনীয় উদ্যোগের আত্ম-প্রকাশ করেছেন খোকন। খোকন বর্তমানে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট পশ্চিম মাটিকটার স্থানীয় বাসিন্দা। তিনি বাবা-মা, স্ত্রী এবং এক সন্তানসহ একসঙ্গে বসবাস করেন। পেশায় তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের টিভিএস কোম্পানির মোটরবাইকের ডিলার এবং একই সঙ্গে রড-সিমেণ্টের ব্যবসা করেন। খোকনের বাবা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক এবং মা ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন। খোকনকে বাবা-মা ছেড়ে আলাদা থাকতে হয়েছিল। সেই সুবাদে তিনি অনুভব করেন বাবা-মা ছেড়ে থাকাটা কতোটা কষ্টের। তিনি বলেন, বাবা-মা ছাড়া পৃথিবী আমার কাছে একদম নিঃস্ব। কোনো কিছু ভালো লাগতো না। পরবর্তীতে

### সেই আলোচিত উদ্যোগ

অত্র বিভিন্ন-এ অবস্থানরত সকল ভাড়াটিয়াদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, যে সকল ভাড়াটিয়া তার বাবা-মাকে নিয়ে অত্র বিভিন্ন-এ অবস্থান করবেন তাদের বাড়ি ভাড়া মাসিক ৫০০/- টাকা করে কম নেওয়া হবে। এই নির্দেশনা আজীবনের জন্য বলবৎ থাকবে।

দপকলপত্রে  
জহিরুল ইসলাম খোকন  
৪৪/৪ পশ্চিম মাটিকটা, ঢাকা ক্যান্টন, ঢাকা

তিনি যখন ঢাকায় স্থায়ী হয়ে গেলেন তখন তিনি তার বাবা-মাকে কাছে নিয়ে এলেন। এই অনুভব থেকেই তিনি মনে করেন, যেই বাবা-মা জন্ম থেকে লালন-পালন করে সন্তানদের বড় করেছে সেই বাবা-মাদের যেন সন্তানরা বৃদ্ধ বয়সে আর দূরে সরিয়ে না দেয়। তিনি মনে করেন অনেক মানুষই হয়তো আমার মতোই বাবা-মাকে ভালোবাসে, কেউ হয়তো প্রকাশ করতে পারে। আবার কেউ হয়তো পারে না। পরিবারে নানা সমস্যাই থাকতে পারে সব কিছু একই সঙ্গে সামাল দিয়ে পরিবারে বসবাস করতে হয়। কিন্তু তাই বলে বাবা-মার শেষ ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম হতে পারে না কখনই। তিনি তার বাড়ির ফলকে এই নোটিশের মাধ্যমে বৃদ্ধাশ্রমের বিপক্ষে গিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তার ইচ্ছা যেসব বাবা-মার থাকার কোনো জায়গা নেই। ভবিষ্যতে তাদের জন্য থাকা, খাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। তিনি তরুণ সমাজের কাছে আবদার করেন আর কোনো বাবা-মার যেন সন্তানের ঘর ছাড়া বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিতে না হয়। গড়ে উঠুক একক পরিবার থেকে যৌথ পরিবার। ফিরে আসুক একাকলবর্তী পরিবারের সেই ঐতিহ্য।

Online version

### ফেসবুকে ভাইরাল খোকনের সেই আলোচিত উদ্যোগ

মোশা আনা

আবদুল হক সোহেল | ১ মার্চ ২০১৯, শুক্রবার | সর্বশেষ আপডেট: ৫:১১ঃ

Share



হয় বৃদ্ধাশ্রম। যখন সমাজে এই অবস্থা দেখতে হচ্ছে তখনই এক অভাবনীয় উদ্যোগের আত্ম-প্রকাশ করেছেন খোকন।

খোকন বর্তমানে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট পশ্চিম মাটিকটার স্থানীয় বাসিন্দা। তিনি বাবা-মা, স্ত্রী এবং এক সন্তানসহ একসঙ্গে বসবাস করেন। পেশায় তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের টিভিএস কোম্পানির মোটরবাইকের ডিলার এবং একই সঙ্গে রড-সিমেণ্টের ব্যবসা করেন। খোকনের বাবা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক এবং মা ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন। খোকনকে বাবা-মা ছেড়ে আলাদা থাকতে হয়েছিল। সেই সুবাদে তিনি অনুভব করেন বাবা-মা ছেড়ে থাকাটা কতোটা কষ্টের। তিনি বলেন, বাবা-মা ছাড়া পৃথিবী আমার কাছে একদম নিঃস্ব। কোনো কিছু ভালো লাগতো না। পরবর্তীতে তিনি যখন ঢাকায় স্থায়ী হয়ে গেলেন তখন তিনি তার বাবা-মাকে কাছে নিয়ে এলেন।



এই অনুভব থেকেই তিনি মনে করেন, যেই বাবা-মা জন্ম থেকে লালন-পালন করে সন্তানদের বড় করেছে সেই বাবা-মাদের যেন সন্তানরা বৃদ্ধ বয়সে আর দূরে সরিয়ে না দেয়। তিনি মনে করেন অনেক মানুষই হয়তো আমার মতোই বাবা-মাকে ভালোবাসে, কেউ হয়তো প্রকাশ করতে পারে। আবার কেউ হয়তো পারে না। পরিবারে নানা সমস্যাই থাকতে পারে সব কিছু একই সঙ্গে সামাল দিয়ে পরিবারে বসবাস করতে হয়। কিন্তু তাই বলে বাবা-মার শেষ ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম হতে পারে না কখনই। তিনি তার বাড়ির ফলকে এই নোটিশের মাধ্যমে বৃদ্ধাশ্রমের বিপক্ষে গিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

তার ইচ্ছা যেসব বাবা-মার থাকার কোনো জায়গা নেই। ভবিষ্যতে তাদের জন্য থাকা, খাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। তিনি তরুণ সমাজের কাছে আবদার করেন আর কোনো বাবা-মার যেন সন্তানের ঘর ছাড়া বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিতে না হয়। গড়ে উঠুক একক পরিবার থেকে যৌথ পরিবার। ফিরে আসুক একাকলবর্তী পরিবারের সেই ঐতিহ্য।

তার বাড়িতে বর্তমানে ১৭টি পরিবার থাকার সুবিধা আছে। এরমধ্যে ৪টি পরিবার এই 'শে' টাকা ছাড়ের সুবিধা পাচ্ছেন।

## এক মায়ের লড়াই

Print version

আবদুল হক সোহেল: ছয় বছর বয়সে কানসাড়ে মারা যান মা। পরে বাবা করেন দ্বিতীয় বিয়ে। ছয় ভাইবোনের মধ্যে হাজেরা বেগম চতুর্থ। বাবা বিয়ে করার পরও ভাইবোন সবাই নিজ গ্রাম কুমিল্লাতেই থাকতেন। সৎসারে আর্থিক অনটন না থাকলেও সৎ-মা থাকার কারণে বেশি দূর পড়াশোনা করা সম্ভব হয়নি হাজেরা বেগমের। যখন তার ১৬ বছর বয়সে মোগ দিতে হয় গার্মেন্টসে। শুরু হয় তার কঠোর জীবন। ২০ বছর বয়সে বিয়ে হয় নেত্রকোণার জেলার মদন থানার কান্দিপাড়ায়। স্বামীর নাম শাবুল, ছিল পায়ে সমস্যা। করতেন না নিপিঠি কোনো কাজ। বিয়ের দেড় বছরের মাথায় তাদের একটি ফুটবল্টে পুর সন্তানের জন্ম হয়। নাম তার ইয়াসিন খান রিসাত। তাদের সংসার জীবন ভালোই যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ চলে যায় সব সুখ। সন্তানের বয়স যখন মাত্র দেড় বছর, হারিয়ে যেলেন বাবাকে। পোকের ছায়া কাটার আগেই হাজেরা বেগমের শুরু হয় নতুন সংগ্রাম। ধরেন সংসারের হাল। তার স্বামী মারা যাওয়ার ৯ মাসের মাথায় সন্তান রিসাত নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। এইখানে তিনি মাথা গোঁজার ঠাই করেন বোনের বাসায়। ফের শুরু হয় গার্মেন্ট কমিউনিটির জীবন। কান্না জড়িত কঠোর বসেন, আমার জাতি এতটাই খারাপ যে ছোটবেলায় নিজের মাকে হারিয়েছি, বিয়ের দুই বছর ৮ মাস পর হতে না হতেই হারাই স্বামীকে। প্রায় ৮ বছর গার্মেন্টসে কাজ করার পর তিনি বোন ও দুলাভাইয়ের সহযোগিতায় একটি বেসরকারি স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে যোগদান করেন। এরই মধ্যে তিনি আগাদা বাসা নিয়ে থাকতে শুরু করেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাইপারটেক, হাজীমার্কেট এলাকায়। স্কুলে চাকরি করে বাসায় এসে আবার সেলাই মেশিনে কাজ করেন। তার বর্তমান আয় দিয়ে কোনোভাবে সংসারকে চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কখনও সাহায্যের জন্য হাত পাতেননি। তিনি শুধু ছেলে এবং নিজের খরচই বহন করেন না। তার অর্জিত অর্থ শ্বশুরবাড়িতে ও যতটুকু দেয়া সম্ভব তিনি টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, সবকিছু ভুলে থাকার জন্যই এখন নিজেকে সারাদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখি। যাতে করে নিজের দুঃখ কষ্টগুলো স্কুলে থাকতে পারি। শ্বশুরবাড়ি থেকেও অনেকবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু দিলে দিলে শ্বশুর জীবন শুরু করার জন্য। কিন্তু আমি আমার সন্তানের কথা ভেবে এখন পর্যন্ত একাই রয়েছি। বাকি জীবনটাও একাই পার করে দিতে চাই। হাজেরা বেগম জীবন সংগ্রামে লড়াই করতে গিয়ে এখন প্রায় ক্লাস্ত। এখন তার শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো না। তবুও তিনি তার কর্মকে ছেড়ে দেননি। তিনি জানেন না তার এই সংগ্রামী জীবন কবে শেষ হবে, বা ভবিষ্যতে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে তাও নিতে জানেন না। ১২ বছর ধরে স্বামী হারা এই হাজেরার এখন সব স্বপ্ন শুধু ছেলেকেই নিয়েই। তিনি চান তার ছেলে যেন মানুষের মতো মানুষ হয়। সে যেন বড় হয়ে ভালো কিছু করতে পারে। ছেলেকে ঘিরেই তার বেঁচে থাকার একমাত্র অনুপ্রেরণা।



লড়াই

## Online version

এক মায়ের লড়াই

আবদুল হক সোহেল | ৮ মার্চ ২০১৯, শুক্রবার | সংস্করণ: ১১:০১



ছয় বছর বয়সে কানসাড়ে মারা যান মা। পরে বাবা করেন দ্বিতীয় বিয়ে। ছয় ভাইবোনের মধ্যে হাজেরা বেগম চতুর্থ। বাবা বিয়ে করার পরও ভাইবোন সবাই নিজ গ্রাম কুমিল্লাতেই থাকতেন। সৎসারে আর্থিক অনটন না থাকলেও সৎ-মা থাকার কারণে বেশি দূর পড়াশোনা করা সম্ভব হয়নি হাজেরা বেগমের। যখন তার ১৬ বছর বয়সে মোগ দিতে হয় গার্মেন্টসে। শুরু হয় তার কঠোর জীবন। ২০ বছর বয়সে বিয়ে হয় নেত্রকোণার জেলার মদন থানার কান্দিপাড়ায়। স্বামীর নাম শাবুল, ছিল পায়ে সমস্যা। করতেন না নিপিঠি কোনো কাজ। বিয়ের দেড় বছরের মাথায় তাদের একটি ফুটবল্টে পুর সন্তানের জন্ম হয়। নাম তার ইয়াসিন খান রিসাত। তাদের সংসার জীবন ভালোই যাচ্ছিল।

কিন্তু হঠাৎ চলে যায় সব সুখ। সন্তানের বয়স যখন মাত্র দেড় বছর, হারিয়ে যেলেন বাবাকে। পোকের ছায়া কাটার আগেই হাজেরা বেগমের শুরু হয় নতুন সংগ্রাম। ধরেন সংসারের হাল। তার স্বামী মারা যাওয়ার ৯ মাসের মাথায় সন্তান রিসাত নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। এইখানে তিনি মাথা গোঁজার ঠাই করেন বোনের বাসায়। ফের শুরু হয় গার্মেন্ট কমিউনিটির জীবন। কান্না জড়িত কঠোর বসেন, আমার জাতি এতটাই খারাপ যে ছোটবেলায় নিজের মাকে হারিয়েছি, বিয়ের দুই বছর ৮ মাস পর হতে না হতেই হারাই স্বামীকে। প্রায় ৮ বছর গার্মেন্টসে কাজ করার পর তিনি বোন ও দুলাভাইয়ের সহযোগিতায় একটি বেসরকারি স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে যোগদান করেন। এরই মধ্যে তিনি আগাদা বাসা নিয়ে থাকতে শুরু করেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাইপারটেক, হাজীমার্কেট এলাকায়। স্কুলে চাকরি করে বাসায় এসে আবার সেলাই মেশিনে কাজ করেন। তার বর্তমান আয় দিয়ে কোনোভাবে সংসারকে চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু কখনও সাহায্যের জন্য হাত পাতেননি। তিনি শুধু ছেলে এবং নিজের খরচই বহন করেন না। তার অর্জিত অর্থ শ্বশুরবাড়িতে ও যতটুকু দেয়া সম্ভব তিনি টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, সবকিছু ভুলে থাকার জন্যই এখন নিজেকে সারাদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখি। যাতে করে নিজের দুঃখ কষ্টগুলো ভুলে থাকতে পারি। শ্বশুরবাড়ি থেকেও অনেকবার চেষ্টা করেছে বিয়ে দিয়ে নতুন জীবন শুরু করার জন্য। কিন্তু আমি আমার সন্তানের কথা ভেবে এখন পর্যন্ত একাই রয়েছি। বাকি জীবনটাও একাই পার করে দিতে চাই। হাজেরা বেগম জীবন সংগ্রামে লড়াই করতে গিয়ে এখন প্রায় ক্লাস্ত। এখন তার শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো না। তবুও তিনি তার কর্মকে ছেড়ে দেননি। তিনি জানেন না তার এই সংগ্রামী জীবন কবে শেষ হবে, বা ভবিষ্যতে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে তাও নিতে জানেন না। ১২ বছর ধরে স্বামী হারা এই হাজেরার এখন সব স্বপ্ন শুধু ছেলেকেই নিয়েই। তিনি চান তার ছেলে যেন মানুষের মতো মানুষ হয়। সে যেন বড় হয়ে ভালো কিছু করতে পারে। ছেলেকে ঘিরেই তার বেঁচে থাকার একমাত্র অনুপ্রেরণা।



## ১২ দিনে মেলেনি এক ফোঁটা পানিও

Print version



**আবিদুল হক সোহেল**

তীব্র গরম। নেই পানি। টানা ১২ দিন ধরে আসছে না এক ফোঁটা পানিও। করতে পারছেন না গোসল। শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাচ্ছে শরীরে। পানির অভাবে থমকে আছে সব কাজকর্ম। ভাবতে কষ্ট হলেও পানির জন্য এমন হাহাকার করে যাচ্ছেন রাজধানীর রামপুরার ওমর আলী লেনের বাসিন্দারা। এই এলাকার বাসিন্দাদের পানির কষ্ট দীর্ঘ তিন বছরের হলেও মাসখানেক ধরে তা তীব্র আকার ধারণ করেছে।

ঘুম থেকে উঠেই নিয়মিত পানির জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয় এলাকাবাসীরা। এই লাইন শুধুমাত্র খাবার পানি সংগ্রহের জন্য। গত ১২ দিন ধরে প্রায় ৪০টি বাড়িতে মিলছে না এক ফোঁটা পানি। এমনকি নেই পর্যাপ্ত খাবারের পানিও। পানির জন্য যেন থমকে আছে জীবন। অনেকেই জীবন যাপন করছেন নীল জারের পানি কিনে। তবে এর জন্য গুণতে হচ্ছে প্রতি জার ৪০ টাকা। যা কি না নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য বিষয়। এলাকাবাসী জানান, গত মাসে সুয়ারেজের লাইন ঠিক করা হয়। এর ফলে পানির লাইনের সংস্কার হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, নতুন করে পানির লাইন সংস্কার করার ফলে পানির স্তর নেমে গেছে এক থেকে দেড় ফিট। ফলে লাইনের সেভেল ঠিক না হওয়ায় সুয়ারেজের লাইনের পূর্ব দিকে মিলছে পানি। আর পানি সংকট দেখা দিয়েছে পশ্চিম দিকে। পশ্চিম দিকের বাসিন্দারা পানি সংগ্রহ করছেন পূর্ব পাশের বাড়িগুলো থেকে। স্থানীয় একজন জানান, বাড়ির মালিকেরা যদি পানি সরবরাহ না করতেন তাহলে এতদিনে পানির অভাবে অনেকেই মারাই যেতেন। শূঁধু তাই নয়, একবার পানি সংগ্রহ করতে লেগে যায় প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময়। আর দিনে দুবার পানি সংগ্রহ করলে চলে যায় দিনের সিংহভাগ সময়। ফলে দৈনন্দিন কাজকর্মেও ব্যাঘাত ঘটছে তাদের। আর এই সংগ্রহীত পানি দিয়ে কোনো রকম চলাছে তাদের জীবন। পূর্ব পাশের বাড়ির ট্যাংকি যখন পানিতে থৈ-থৈ। তখন পানির জন্য হাহাকার পশ্চিম পাশের বাড়ির ট্যাংকিগুলোতে। স্থানীয় বাসিন্দা মোবাহেশের আলম রাহাত জানান এখন পর্যন্ত এই সমস্যাটি সমাধানে কেউ এগিয়ে আসেন নি। তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন করে বলেন, দ্রুত পানির এই সমস্যা দূর করা হোক।

Online version

## ১২ দিনে মেলেনি এক ফোঁটা পানিও

ঘোষা আনা

আবিদুল হক সোহেল | ২২ মার্চ ২০১৯, জরুরি | সর্বশেষ আপডেট: ১০:৪৬

Share



তীব্র গরম। নেই পানি। টানা ১২ দিন ধরে আসছে না এক ফোঁটা পানিও। করতে পারছেন না গোসল। শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাচ্ছে শরীরে। পানির অভাবে থমকে আছে সব কাজকর্ম। ভাবতে কষ্ট হলেও পানির জন্য এমন হাহাকার করে যাচ্ছেন রাজধানীর রামপুরার ওমর আলী লেনের বাসিন্দারা। এই এলাকার বাসিন্দাদের পানির কষ্ট দীর্ঘ তিন বছরের হলেও মাসখানেক ধরে তা তীব্র আকার ধারণ করেছে।

ঘুম থেকে উঠেই নিয়মিত পানির জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয় এলাকাবাসীরা। এই লাইন শুধুমাত্র খাবার পানি সংগ্রহের জন্য। গত ১২ দিন ধরে প্রায় ৪০টি বাড়িতে মিলছে না এক ফোঁটা পানি। এমনকি নেই পর্যাপ্ত খাবারের পানিও। পানির জন্য যেন থমকে আছে জীবন। অনেকেই জীবন যাপন করছেন নীল জারের পানি কিনে। তবে এর জন্য গুণতে হচ্ছে প্রতি জার ৪০ টাকা। যা কি না নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য বিষয়। এলাকাবাসী জানান, গত মাসে সুয়ারেজের লাইন ঠিক করা হয়। এর ফলে পানির লাইনের সংস্কার হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, নতুন করে পানির লাইন সংস্কার করার ফলে পানির স্তর নেমে গেছে এক থেকে দেড় ফিট। ফলে লাইনের সেভেল ঠিক না হওয়ায় সুয়ারেজের লাইনের পূর্ব দিকে মিলছে পানি। আর পানি সংকট দেখা দিয়েছে পশ্চিম দিকে।

পশ্চিম দিকের বাসিন্দারা পানি সংগ্রহ করছেন পূর্ব পাশের বাড়িগুলো থেকে। স্থানীয় একজন জানান, বাড়ির মালিকেরা যদি পানি সরবরাহ না করতেন তাহলে এতদিনে পানির অভাবে অনেকেই মারাই যেতেন। শূঁধু তাই নয়, একবার পানি সংগ্রহ করতে লেগে যায় প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময়। আর দিনে দুবার পানি সংগ্রহ করলে চলে যায় দিনের সিংহভাগ সময়। ফলে দৈনন্দিন কাজকর্মেও ব্যাঘাত ঘটছে তাদের। আর এই সংগ্রহীত পানি দিয়ে কোনো রকম চলাছে তাদের জীবন।

পূর্ব পাশের বাড়ির ট্যাংকি যখন পানিতে থৈ-থৈ। তখন পানির জন্য হাহাকার পশ্চিম পাশের বাড়ির ট্যাংকিগুলোতে। স্থানীয় বাসিন্দা মোবাহেশের আলম রাহাত জানান এখন পর্যন্ত এই সমস্যাটি সমাধানে কেউ এগিয়ে আসেন নি। তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন করে বলেন, দ্রুত পানির এই সমস্যা দূর করা হোক।

## বিয়ের বাজার...

Print version

### আবিদুল হক সোহেল

বিয়ের আমেজের অনেকটা অংশজুড়ে থাকে বিয়ের কেনাকাটা। রাজধানীতে বিয়ের বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু বিয়ের বাজার। এলিফ্যান্ট রোডে বিয়ে বাজারগুলো ঘুরে দেখা যায় তাদের দোকানগুলোতে রয়েছে বরদের জন্য শেরওয়ানি,

হলুদ বা সাদা পাঞ্জাবি। বিয়ের সামগ্রিক জিনিসগুলো আপনি পাবেন রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিংমল, বেইলি স্টার, মৌচাক, গুলশান, বনানী, হাতিরপুল, নিউমার্কেট, চাঁদনীচকসহ বিভিন্ন মার্কেটে। এ ছাড়া সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য রয়েছে ধুতি, পাঞ্জাবি, কনের শাড়ি, মোটক, শাখা-পলা, সিন্দুর, বরণ কোঁটা, মালা, পিতলের কলসি, ঘটি, ধান, দুর্বা, খই ইত্যাদি। পুরান ঢাকার শাখারীপট্টির প্রায় পুরোটাজুড়ে রয়েছে

## বিয়ের বাজার...

পাঞ্জাবি, পাগড়ি, সুজ, নাগরা জুতা, পাজামা, কটি ইত্যাদি। আর কনের জন্য জামদানি, বেনারসি শাড়ি, লেহেঙ্গা, জুয়েলারি, সু ইত্যাদি। গায়ে হলুদের জন্য ছেলে-মেয়ে ভেদে রয়েছে আলাদা পোশাক। মেয়েদের গায়ে হলুদের জন্য হলুদ শাড়ি, জুয়েলারি আর ছেলেদের জন্য রয়েছে

অগণিত দোকান। বর্তমানে বিয়ের বাজার শুধু এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিয়ের মুহূর্তগুলো ফ্রেমে ধারণ করে রাখার জন্য নিয়ে আসা হয় ওয়েডিং ফটোগ্রাফার। বিয়ের ছবি তোলায় জন্য তাদের চাহিদা অনেক। স্থান করে নিয়েছে ওয়েডিং ফটোগ্রাফি ফার্ম।

Online version

### বিয়ের বাজার...

মোনো আনা

আবিদুল হক সোহেল | ১২ এপ্রিল ২০১৯, শুক্রবার



বিয়ের আমেজের অনেকটা অংশজুড়ে থাকে বিয়ের কেনাকাটা। রাজধানীতে বিয়ের বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু বিয়ের বাজার।

এলিফ্যান্ট রোডে বিয়ে বাজারগুলো ঘুরে দেখা যায় তাদের দোকানগুলোতে রয়েছে বরদের জন্য শেরওয়ানি, পাঞ্জাবি, পাগড়ি, সুজ, নাগরা জুতা, পাজামা, কটি ইত্যাদি। আর কনের জন্য জামদানি, বেনারসি শাড়ি, লেহেঙ্গা, জুয়েলারি, সু ইত্যাদি।

গায়ে হলুদের জন্য ছেলে-মেয়ে ভেদে রয়েছে আলাদা পোশাক। মেয়েদের গায়ে হলুদের জন্য হলুদ শাড়ি, জুয়েলারি আর ছেলেদের জন্য রয়েছে হলুদ বা সাদা পাঞ্জাবি।

বিয়ের সামগ্রিক জিনিসগুলো আপনি পাবেন রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিংমল, বেইলি স্টার, মৌচাক, গুলশান, বনানী, হাতিরপুল, নিউমার্কেট, চাঁদনীচকসহ বিভিন্ন মার্কেটে।

এ ছাড়া সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য রয়েছে ধুতি, পাঞ্জাবি, কনের শাড়ি, মোটক, শাখা-পলা, সিন্দুর, বরণ কোঁটা, মালা, পিতলের কলসি, ঘটি, ধান, দুর্বা, খই ইত্যাদি। পুরান ঢাকার শাখারীপট্টির প্রায় পুরোটাজুড়ে রয়েছে অগণিত দোকান।

বর্তমানে বিয়ের বাজার শুধু এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিয়ের মুহূর্তগুলো ফ্রেমে ধারণ করে রাখার জন্য নিয়ে আসা হয় ওয়েডিং ফটোগ্রাফার। বিয়ের ছবি তোলায় জন্য তাদের চাহিদা অনেক। স্থান করে নিয়েছে ওয়েডিং ফটোগ্রাফি ফার্ম।

## টানছে কল সেন্টার

### Print Version

#### আবিদুল হক সোহেল

শিক্ষার্থীদের পছন্দসই একটি পেশা- কল সেন্টারে চাকরি। এই চাকরির পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে পারেন পড়ালেখা। ফলে এই পেশায় দিনদিন আগ্রহ বেড়েই চলেছে শিক্ষার্থীদের।

বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর ছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংক, ই-কমার্স সাইট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ নানা প্রতিষ্ঠানে কলসেন্টার চালু আছে। তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছে গ্রাহক বা সেবা ভোগকারীদের। পড়ালেখার পাশাপাশি চাকরি করাটা রীতিমতো সম্মানের ব্যাপার। এর পাশাপাশি শিক্ষা জীবনেই হয়ে যাচ্ছে চাকরির অভিজ্ঞতা। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া দিপা দে চাকরি করেন ইমপেরিয়াল সার্ভিস অ্যান্ড সল্যুশন লিমিটেডে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থী হয়েও চাকরি

করতে পারাটা তার জন্য খুবই আনন্দের। সাধারণত শিক্ষার্থীদের চাকরি করার সুযোগ খুবই কম থাকে। কিন্তু এই কল সেন্টারের মাধ্যমে সহজেই করতে পারছেন চাকরি। মানুষের সঙ্গে কীভাবে সুন্দর করে কথা বলতে হয়, তা এখান থেকেই শেখা। সুন্দরভাবে গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলতে পারলেই

অভিজ্ঞতা ও উপার্জন।

একজন মানুষের কাজের অভিজ্ঞতা যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি কর্মজীবনেও প্রয়োজন কিছু দক্ষতা। যার যোগাযোগের দক্ষতা যত ভালো তার সফলতা ততটাই আসবে। এমনটাই মনে করছেন আইএসএসএলের আরেকজন এজেন্ট রাবেয়া নিপা।

বাসায় বসে থেকেই প্রায় তিনটি বছর কেটে গিয়েছে অনার্স পড়ুয়া তুষারের। অনার্স শেষ হওয়ার আগে চাকরি করতে পারবেন এমন ধারণা ছিলই না। সহপাঠী এক বন্ধুর মাধ্যমে যোগ দেন কল সেন্টারে। তিনি বলেন, একজন শিক্ষার্থীর একটু

সুন্দরভাবে কথা বলা শিখলেই এই পেশায় আসতে পারেন। তার বিনিময়ে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা বা তারও বেশি পেতে পারেন। যা একজন ছাত্র বা ছাত্রীর হাত খরচের জন্য যথেষ্ট। আর এজন্য কাজ করতে হয় দৈনিক ৪ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত।

# টানছে কল সেন্টার

এই চাকরি করা সম্ভব। নাদিম হোসেন একজন কল সেন্টারের এজেন্ট। তিনিও শিক্ষার্থী। কর্মরত আছেন এক বছর যাবৎ। তিনি বলেন, এই পেশার কারণে পড়ালেখায় তেমন ক্ষতি হয় না। সমান গতিতে বাড়ছে কাজের

### Online version

## টানছে কল সেন্টার

মোশো আনা

আবিদুল হক সোহেল | ১৯ এপ্রিল ২০১৯, ৩জুলাই | নব্বইশে আপডেট: ২:০৩

Share



শিক্ষার্থীদের পছন্দসই একটি পেশা- কল সেন্টারে চাকরি। এই চাকরির পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে পারেন পড়ালেখা। ফলে এই পেশায় দিনদিন আগ্রহ বেড়েই চলেছে শিক্ষার্থীদের।

বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর ছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংক, ই-কমার্স সাইট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ নানা প্রতিষ্ঠানে কলসেন্টার চালু আছে।

তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছে গ্রাহক বা সেবা ভোগকারীদের।

পড়ালেখার পাশাপাশি চাকরি করাটা রীতিমতো সম্মানের ব্যাপার। এর পাশাপাশি শিক্ষা জীবনেই হয়ে যাচ্ছে চাকরির অভিজ্ঞতা।

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া দিপা দে চাকরি করেন ইমপেরিয়াল সার্ভিস অ্যান্ড সল্যুশন লিমিটেডে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থী হয়েও চাকরি করতে পারাটা তার জন্য খুবই আনন্দের। সাধারণত শিক্ষার্থীদের চাকরি করার সুযোগ খুবই কম থাকে। কিন্তু এই কল সেন্টারের মাধ্যমে সহজেই করতে পারছেন চাকরি। মানুষের সঙ্গে কীভাবে সুন্দর করে কথা বলতে হয়, তা এখান থেকেই শেখা। সুন্দরভাবে গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলতে পারলেই এই চাকরি করা সম্ভব।

নাদিম হোসেন একজন কল সেন্টারের এজেন্ট। তিনিও শিক্ষার্থী। কর্মরত আছেন এক বছর যাবৎ। তিনি বলেন, এই পেশার কারণে পড়ালেখায় তেমন ক্ষতি হয় না। সমান গতিতে বাড়ছে কাজের অভিজ্ঞতা ও উপার্জন।

একজন মানুষের কাজের অভিজ্ঞতা যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি কর্মজীবনেও প্রয়োজন কিছু দক্ষতা। যার যোগাযোগের দক্ষতা যত ভালো তার সফলতা ততটাই আসবে। এমনটাই মনে করছেন আইএসএসএলের আরেকজন এজেন্ট রাবেয়া নিপা।

বাসায় বসে থেকেই প্রায় তিনটি বছর কেটে গিয়েছে অনার্স পড়ুয়া তুষারের। অনার্স শেষ হওয়ার আগে চাকরি করতে পারবেন এমন ধারণা ছিলই না। সহপাঠী এক বন্ধুর মাধ্যমে যোগ দেন কল সেন্টারে। তিনি বলেন, একজন শিক্ষার্থীর একটু সুন্দরভাবে কথা বলা শিখলেই এই পেশায় আসতে পারেন। তার বিনিময়ে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা বা তারও বেশি পেতে পারেন। যা একজন ছাত্র বা ছাত্রীর হাত খরচের জন্য যথেষ্ট। আর এজন্য কাজ করতে হয় দৈনিক ৪ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত।

## নাদিমের অন্যরকম সেলুন

Online version

# মানবজমিন

ঢাকা, ২১ এপ্রিল ২০১৯, রোববার

প্রচ্ছদ

অনলাইন

আজকের পত্রিকা

খেলা

বিশ্বজমিন

বিনোদন

ভারত

এক্সক্লুসিভ

দেশ বিদেশের খবর

## নাদিমের অন্যরকম সেলুন

রকমারি

আবদুল হক সোহেল | ২১ এপ্রিল ২০১৯, রোববার

Share



একটি সাধারণ মানের সেলুনে চুল কাটাতে যখন লাগে ৫০/৬০ টাকা। ঠিক তখন মোহাম্মদপুরে টাউন হল-এর যাত্রী ছাউনির পাশেই দেখা যায় একজন নাপিতকে। যিনি ৩০ টাকায় চুল কাটান আর সেভ ২০ টাকা। নেই তার কোনো সেলুন ঘর, নেই দামি দামি চুল কাটার মেশিন। খোলা

আকাশের নিচে আছে শুধু একটা চেয়ার, আয়না আর কিছু যন্ত্রাংশ।

বলছিলাম ৪১ বছর বয়সী মোহাম্মদ নাদিমের কথা। যার দুটি মেয়েকে নিয়েই সংসার। তার মধ্যে বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। আর ছোট মেয়েটির বয়স মাত্র ১০। সাড়ে চার বছর ধরে ছোট মেয়েকে নিয়ে থাকেন মোহাম্মদপুর বিহারী ক্যাম্পে।

পূর্ব পুরুষের হাত ধরে এই পেশায় না আসলেও এই পেশায় কাজ করে যাচ্ছেন বহু বছর ধরেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুল কেটে থাকেন তিনি। মাস শেষে উপার্জন হয় দশ থেকে বার হাজার টাকা।

নিজে পড়ালেখা করতে পারেন নি কিন্তু তিনি ঠিকই তার ছোট মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। মোহাম্মদপুরের একটি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছে সে।

আমার একটাই স্বপ্ন। ছোট মেয়েটিকে ঘিরে। মেয়েটি যেন বড় হয়ে ভালো মানুষ হয়। শিক্ষিত হয়। আর ভালো পরিবারে বিয়ে হোক তার এটাই স্বপ্ন।

## নাগরিক টিভির প্রথম বর্ষপূর্তি আজ

Print Version

# নাগরিক টিভির প্রথম বর্ষপূর্তি আজ

**স্টাফ রিপোর্টার**

নাগরিক টিভি সম্প্রচারের প্রথম বছর পূর্ণ করেছে আজ। গুত বছরের এ দিনে পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে চ্যানেলটির পথচলা শুরু হয়। এ উপলক্ষে চ্যানেলের পর্দাজুড়ে থাকছে বিশেষ আয়োজন। গতকাল রাত ১১টা ১৫ মিনিটে 'গানের মেলা' অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় ব্যান্ডদল দলছুটের সরাসরি গান পরিবেশনার মধ্য দিয়ে নাগরিক টিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন শুরু হয়। আর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে ছিল বর্ষপূর্তির কেক কাটার পর্ব। আজকের আয়োজনে সকাল ১০টায় থাকবে শাকিব খান অভিনীত ব্যবসা সফল বাংলা সিনেমা 'আমার স্বপ্ন তুমি'। দুপুর ১টায় বিশেষ 'চিত্রালী'। এদিন দুপুর ২টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত থাকছে 'সম্প্রচারে নাগরিকের গানের মেলা'। এতে পর্যায়ক্রমে গান পরিবেশন করবেন- আঁখি আলমগীর, কনা, রবি চৌধুরী, রাজিব, মুহিন, রাজা, শফি মণ্ডল, মজিব, প্রতীক হাসান, কর্ণিয়া, পাগলা

বাবুলসহ জনপ্রিয় শিল্পীরা। সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে প্রচার হবে 'পার্টীগণিত'। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে থাকছে হাজার টাকার বাজি 'সোলেমান হাজারী'। সন্ধ্যা ৭টায় বিশেষ 'বলা না বলা'। উপস্থাপনায় আব্দুন নূর তুষার। রাত ৮টায় শফিকুর রহমান শান্তনুর রচনায় এবং নাজমুল রনির পরিচালনায় বিশেষ নাটক 'ভালোবাসা দাও'। অভিনয়ে অপূর্ব, মৌসুমী হামিদ, পীরজাদা হারুন ও আবাক। রাত ৯টায় থাকছে সাইফুর রহমান কাজলের রচনায় মো. মেহেদী হাসান জনির পরিচালনায় নাটক 'ভাই শুধু নায়ক হইতে চায়'। অভিনয়ে আফরান নিশো, তানজিন তিশা, আব্দুল্লাহ রানা, মিলি বাসার, কায়েস চৌধুরী প্রমুখ। রাত ১০টায় রয়েছে 'তারায় তারায় এক বছর'। অতিথি হয়েছেন ভাবনা, ফারুক আহমেদ, অনিমেস আইচ। রাত ১০টা ৩০ মিনিটেও থাকছে থাকছে 'তারায় তারায় এক বছর'। এতে অতিথি হয়েছেন মোশাররফ করিম, জেনি, কচি খন্দকার। আর রাত ১১টা ১৫ মিনিট থেকে থাকছে ইমরান এবং পূজার অংশগ্রহণে সরাসরি অনুষ্ঠান 'গানের মেলা'।



## ৪০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি ৩ মে

Online version



প্রচ্ছদ

অনলাইন

আজকের পত্রিকা

খেলা

বিশ্বজমিন

বিনোদন

ভারত

এক্সক্লুসিভ

দেশ বিদেশের খবর

## ৪০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি ৩ মে

শিক্ষাদান

অনলাইন ডেস্ক | ২৮ মার্চ ২০১৯, বৃহস্পতিবার | সর্বশেষ আপডেট: ৫:৩০

Share



আগামী ৩ মে অনুষ্ঠিত হবে ৪০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। বিসিএসের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ১ হাজার ৯০৩ জনকে নিয়োগ দেয়া হবে।

বৃহস্পতিবার সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৩ মে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী,

খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টায় শুরু হয়ে পরীক্ষা চলবে বেলা ১২টা পর্যন্ত। পরীক্ষার হল এবং আসন বিন্যাসসহ পরীক্ষা-সংক্রান্ত নির্দেশনা পরে জানানো হবে। উল্লেখ্য, গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ৪০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি।

## প্রথমবার

Print Version

# প্রথমবার

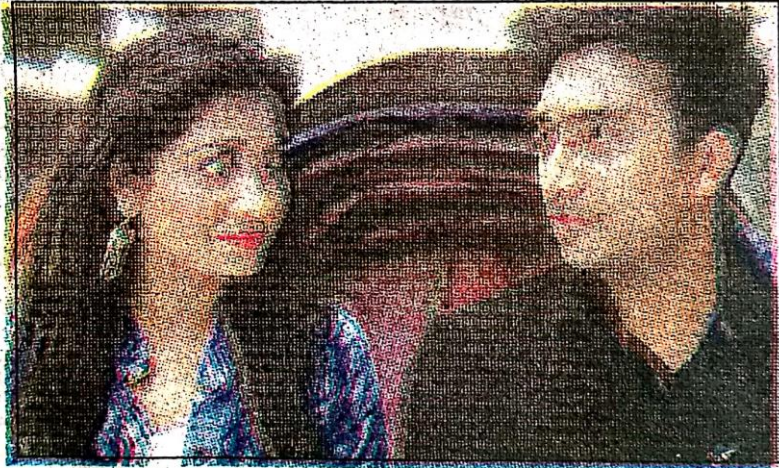
স্টাফ রিপোর্টার

প্রথমবারের মতো একসঙ্গে পর্দা ভাগ করলেন চলতি সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা জোভান আহমেদ ও লাক্স তারকা সামিয়া

অথে। তাদের দুজনকে দেখা যাবে 'লিটল রোম ক্যাফে' শিরোনামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবিতে। এটি নির্মাণ করেছেন ভিকি জাহেদ। সিএস অভির প্রযোজনায় স্বল্পদৈর্ঘ্যটি আগামীকাল

'আনভি ফক্স'-এর ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে। স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবির গল্পে দেখা যাবে, অথের বাসার সামনে জোভান ও তার বন্ধুরা বাসা ভাড়া নেয়। প্রথম দেখাতে জোভানকে অথের ভালো লেগে যায়। জোভানও ধীরে ধীরে তাকে পছন্দ করতে শুরু করেন। কিন্তু জোভান সব সময়ই প্রেমটা নিয়ে দ্বিধায় থাকেন। কোনো এক অজানা শক্তি

জোভানকে তার ভালোবাসা প্রকাশে বাধা দেয়। এমনই এক গল্পে এটি নির্মিত হয়েছে। এতে আরো অভিনয় করেছেন- আদিল খান, হোসাইন আহমেদ মাসুম, শুভ ও সালাম খান



তরুণ। নির্মাতা ভিকি জাহেদ বলেন, 'লিটল রোম ক্যাফে' একদিকে যেমন সম্ভাবনার গল্প, অন্যদিকে আক্ষেপের গল্প। পৃথিবীর কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনা আছে, যা হয়তো অন্যভাবেও ঘটতে পারতো। শুধু প্রয়োজন ছিল সামান্য সদিচ্ছার অথবা উপলব্ধির। এমনি এক কালো অধ্যায় নিয়ে এই স্বল্পদৈর্ঘ্যটির গল্প সাজানো হয়েছে।

## বিচারক তারিন

Print Version



## বিচারক তারিন

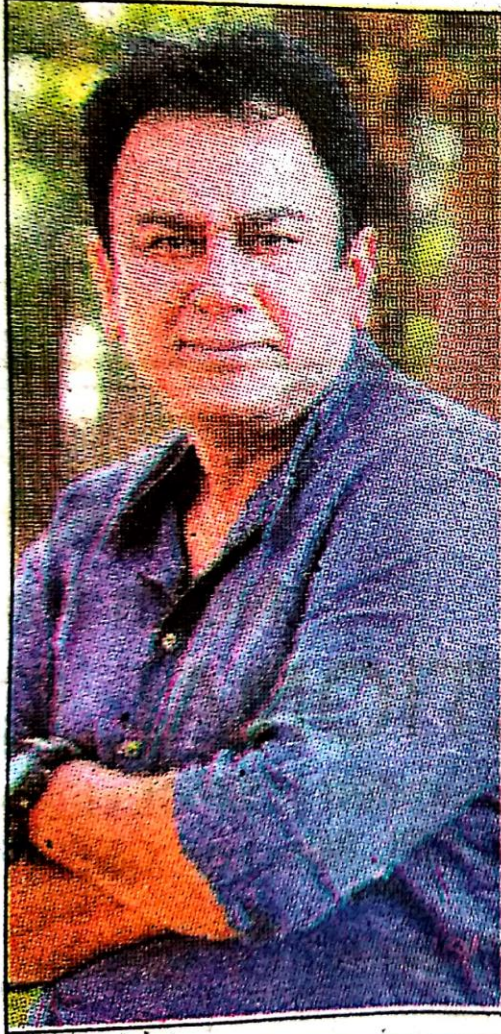
স্টাফ রিপোর্টার

অভিনেত্রী থেকে এবার সংগীত প্রতিযোগিতার বিচারক হচ্ছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী তারিন। শুরু হচ্ছে গানের প্রতিযোগিতা 'সুপার সিঙ্গার'। এই প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে থাকছেন তারিন। তার সঙ্গে আরো থাকবেন সোলস ব্যান্ড খ্যাত গায়ক পার্থ বড়ুয়া ও কণ্ঠশিল্পী ফাহিমদা নরী। এখন চলছে প্রতিযোগিতাটির নিবন্ধন পর্ব। কিছুদিনের মধ্যেই এটি প্রচার হবে এনটিভিতে। এটি বিবাহিত নারীদের নিয়ে আয়োজন করা হচ্ছে। এখানে কেবলমাত্র বিবাহিত নারীরাই অংশ নিতে পারবেন। নিজের মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে হয়ে উঠতে পারবেন আগামীর একজন সংগীত তারকা। একটা সময় নিয়মিত অভিনয়ে ছিলেন এই অভিনেত্রী। তবে, এই সময়ে বিশেষ দিবসগুলোতেই তাকে টিভিপর্দায় দেখা যায়।



## কনের বাড়িতে জাহিদ হাসান

Print Version



### কনের বাড়িতে জাহিদ হাসান স্টাফ রিপোর্টার

**জ**াহিদ হাসান একজন ভদ্রলোক। মা অনেক কষ্ট করেও বিয়ে দিতে পারছেন না। বিয়ের কথা শুনলেই তার লজ্জা লাগে ও ভীত হয়ে ওঠেন। মা খুব করে ধরেছেন, মেয়ে দেখতে যেতেই হবে। মেয়ে পক্ষকে কথা দিয়ে ফেলেছেন। জাহিদ হাসানকে এক প্রকার জোর করেই কনের বাড়িতে নেয়। তারপর গল্প অন্যদিকে মোড় নেয়। হানিফ পালোয়ানের রচনা ও পরিচালনায় ঈদের বিশেষ নাটক 'আমি একজন ভদ্রলোক' নাটকে এভাবেই দেখা যাবে। জাহিদ হাসানের সঙ্গে এটিতে জুটি বেঁধেছেন নাবিলা ইসলাম।

## অন্য এক জয়া

Print Version



# অন্য এক জয়া

স্টাফ রিপোর্টার

২২ শে এপ্রিল শুরু হচ্ছে 'বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব ১৯ আন্তর্জাতিক নারী গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট'। প্রথমবারের মতো বড় পরিসরে এই আয়োজন হচ্ছে। আর এতে শুভেচ্ছাদূত হিসেবে যুক্ত রয়েছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। তারই অংশ হিসেবে সম্প্রতি দেখা গেল অন্যরকম এক জয়াকে। টুর্নামেন্ট নিয়ে তৈরি থিম

সংয়ে মডেল হয়েছেন তিনি। যেখানে এ অভিনেত্রীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে বাংলার নারীদের এগিয়ে চলার বার্তা। 'বিজয় মশাল' নামের এ গানটি লিখেছেন ফয়সাল রুদ্দি ও রাকিব হাসান রাহুল। সুর-সংগীত করেছেন অদিত। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন মমতাজ, কনা, এলিটা, পড়শী, দোলা ও কুমকুম। ভিডিওটি নির্মাণ করেছেন আশফাকুজ্জামান বিপুল। জয়া আহসান বলেন, একজন শিল্পী হিসেবে আমার বিভিন্ন সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে। অনূর্ধ্ব-১৯-এ যেসব

খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছেন, তারা প্রত্যেকেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিজেদের চেষ্টা, আন্তরিকতা, সততা ও মেধার জোরে উঠে এসেছেন মেয়েদের নিয়ে এই আয়োজন নারীর ক্ষমতায়নেরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমি যেমন এতে অংশ নেয়া খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেবো, তেমনি তাদের গল্প আমাকেও অনুপ্রেরণা জোগাবে। বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব-১৯ আন্তর্জাতিক নারী গোল্ডকাপ ২০১৯-এর বিভিন্ন কার্যক্রমেও জয়া আহসানকে দেখা যাবে।

## প্রথমবার গোয়েন্দা চরিত্রে

Print Version

### স্টাফ রিপোর্টার

# চি

ত্রনায়িকা পপি প্রথমবারের মতো একটি ওয়েব সিরিজে হাজির হচ্ছেন গোয়েন্দা চরিত্রে। এই ওয়েব সিরিজটির নাম 'গার্ডেন গেম'। এরইমধ্যে শুটিং শেষে এই ওয়েব সিরিজের প্রথম লুকের পোস্টার প্রকাশ হয়েছে। পপি জানান, প্রথমবার নারী গোয়েন্দা চরিত্রে অভিনয় করলাম। অদिति মজুমদারের



## প্রথমবার গোয়েন্দা চরিত্রে

চিত্রনাট্যে এটি পরিচালনা করেছেন তৌহিদ মিতুল। এতে আরো অভিনয় করছেন রিয়াজ, নিপুণ, মনির খান শিমুলসহ অনেকে। ওয়েব সিরিজটির কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি টি-স্টেটকে ঘিরে। এটি শিগগিরই প্রকাশ পাবে বায়োস্কোপ অরিজিনালে।